গ্রামবাংলার কল্যাণে নিবেদিত হোক সাংবাদিকতা
দৈনিক **আমার দেশ**
সবার কথা বলে
সাংবাদিক ওসমান হারুনী
ইসলামপুর প্রতিনিধি
সহ-সম্পাদক
ইসলামপুর প্রেসক্লাব
যোগাযোগ-অফিস ঃ ০১৭৮-৫১৪১২৬, বাসা ঃ ০১৭৮-১১১৮৩১

প্রতীতি

বিসমিল-াহির রাহমানির রাহিম
মাইশা অপটিক্যাল
সত্ত্বাধিকারী খ.ম রাশেদুজ্জামান মমিন
এখানে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পাওয়ার চশমা দেওয়া হয়
এবং ঘড়ি, সান্‌গ-াস, ক্যালকুলেটর বিক্রয় করা হয়।
রেল স্টেশন রোড, রহমান মার্কেট, শহীদ মিনার সংলগ্ন
ইসলামপুর, জামালপুর। মোবাইল ঃ ০১৭৮-৯১৫১২২

সন্ত্রাস-বোমাবাজি কি ইসলাম সমর্থন করে ?

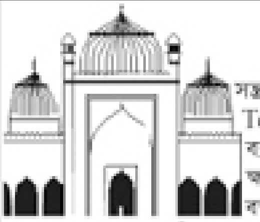

-মুহাম্মদ মু'তাসীম বিল-াহ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সন্ত্রাস শব্দটি আরবী ইরহাব এবং ইংরেজী Terrorisam এর অনুবাদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হল, ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করা। বর্তমানে ব্যাপক অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অবৈধ ভাবে কোন কিছুর দখলদারিত্বের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করাই সন্ত্রাস। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সম্পদ ও সম্পত্তি দখল করা, ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন করা, কণে পক্ষে ওপর যৌতুকের জন্য চাপ দেয়া ইত্যাদি সন্ত্রাসের মধ্যেই গন্য।

ঘুষ না দিলে যখন বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা থাকে তখনই মানুষ বাধ্য হয় ঘুষ দিতে। এটাও অবৈধ শক্তি প্রয়োগের পর্যায়েই পড়ে। তাই ঘুষ দিতেবাধ্য করা অবশ্যই সন্ত্রাসের মধ্যেই গন্য। তাই সেটা প্রশাসনের যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন এমনকি বর্তমানে মহৎ পেশা সাংবাদিকতার পেশার নামে কিছু সাংবাদিক তাদের অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমে সন্ত্রাস কার্য পরিচালনা করছে। অথচ তারাই হলো জাতির বিবেক। জাতির বিবেককে তারাও কলঙ্কিত করছে। উলে-খ্য, সকল কাজই অন্যায় ও জুলুম। ইসলাম তো সকল প্রকার জুলুম থেকে জনগনকে রক্ষণার নির্দেশই দেয়। সুতরাং কোন প্রকার সন্ত্রাসই ইসলাম অনুমোদন করে না। বোমা ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করে নির্দোষ মানুষ হত্যা করা জঘন্যতম সন্ত্রাস। তাই সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আল-াহতায়ালা বলেন-'যে ব্যক্তি কোন মানুষকে খুনের বদলে কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো'। অর্থাৎ একজন নির্দোষ মানুষকে

এর পর ২য় পাতায়

ছোট গল্প

অপ্রকাশিত স্বপ্ন

এস. আহমেদ

সবেমাত্র বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তখনও বিকেলের ভাবটা কেটে উঠেনি। শহরের বস্তির ধারে হারিকেনের মৃদু আলোয় ছোট মুদির দোকানটা বেশ মনে হচ্ছে। দোকানটি রফিক মাস্টারের। রফিক মাস্টার খুব গরীব-সৎ। সারাদিন বিদ্যালয়ে পাঠদানের পর বিকেলে ওই দোকানটায় বসে। তাতে যে আয় হয় তা দিয়ে তাদের অভাবী সংসার বেশ চলে যায়। রফিক সাহেব প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। তার একমাত্র ছেলে সজীব। ওর বয়স মাত্র আট বছর।

বেশ ক'দিন হলো রফিক সাহেব চাকুরী হতে অবসর নিয়েছে। এখন এই দোকান ছাড়া তার আর আয়ের উৎস নাই। বস্তির একটা দোকানের উপর কি কারও পুরো সংসার চলে ? তাও আবার ছুলে মুদির দোকান! সংসার নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গেল মাস্টার সাহেব। এদিকে পেনশনের টাকা পেতে অফিসারদের সম্মানী না দিলে কাজ হয়না। পেনশনের ফাইল পড়ে থাকে এক টেবিলেই। এ দু'টো কিছুতেই তাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। বহু ভেবে চিন্তে পেনশনের টাকা দ্রুত পাওয়ার আশায় একমাত্র সম্বল বস্তির দোকানটা বিক্রি করে দিল। তাতে যে সামান্য টাকা পেল তা অফিসারদের সম্মানী দিল পেনশনের টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়ার আশায়। কিন্তু হায়! এত অল্প টাকা অফিসারদের মনঃপুত হল না। ফাইলের কাজ যদিও কিছুটা এগিয়ে চলছে তবে ধীর গতিতে।

দু'দিন হলো আট বছরের সজীব সহ সকলে না খেয়ে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্টার স্বপ্ন দেখে, সামনে ঈদ, কোন ঈদেই ছেলেকে নতুন কাপড় দিতে পারেনি। এবার পেনশনের টাকা দিয়ে ছেলে ও স্ত্রীর জন্য কিছু একটা কিনবে। আর বাকী টাকা দিয়ে সংসার চালানোর মত একটা ব্যবস্থা করবে। এসব ভাবতেই তার মনে মুহূর্তেই আনন্দের খেলা খেলে যায়। বিয়ের পর স্ত্রীকে আজ পর্যন্ত একটা ভাল শাড়ী, গহনা দিতে পারেনি। শুধু অভাব আর কষ্ট তাদের যেন ঘিরে আছে।

সজীবের অনাহারী মুখের দিকে চেয়ে তার মা আর স্থির থাকতে পারে না। ধার শোধ করার মত তাদের সামর্থ না থাকায় কেউ ধার পর্যন্ত দেয় না। ছেলের কষ্টের জন্য মা নিজের আত্মসম্মান বির্সজন দিয়ে নিতান্তই বাধ্য হয়ে অন্যের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে সংসার চালাতে লাগল। স্ত্রীর এত কষ্ট আর দুঃখের কথা ভেবে মাস্টারের হৃদয়টা কেঁদে উঠত। একটা চাকুরীর জন্য সারা শহরের গলিতে গলিতে ঘুরল কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। কোথাও তার চাকুরী হল না। সামান্য একটা পিয়নের চাকুরীর জন্যও আজ ঘুষ দিতে হয়, তাও আবার দু'এক হাজার নয়। এমনিতেই অনাহারী তার উপর সারাদিন হাঁটাহাটিতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষুধার তাড়না মিটাতে নর্দমার ধারের টিউবয়েল থেকে পেটপুরে পানি পান করল। শহরের রং ঝলসানো অট্টালিকা দেখে তার মনে পড়ে গেল; আজ যারা এ শহরের বড় অফিসার তার এক সময় তারাই ছাত্র ছিল। কত যত্নে তাদের পড়িয়েছে অথচ আজ! আজ তাদের প্রত্যেকের অফিসে গিয়ে কারও এতটুকু দয়া পেল না। এরূপ নানা ভাবনার মাঝে কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এতটুকু টের পায়নি।

শহরের ল্যাম্প পোস্ট গুলি জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। দূর মসজিদের মাগরিবের আজানের ধ্বনি শহরের শত কোলাহলের ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে হৃদয় স্পর্শ করল। নামাজ আদায় করে তিনি বাড়ির পথে রওনা হলেন।

এ দিকে সজীবের মা ওর জন্য তীক্ষ্ণ চিন্তায় পড়ে গেছে।

এরপর ২য় পাতায়

শুভ হোক প্রতীতি

আজ মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষা আদায়ের দাবীতে শহীদ সকলের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সাহিত্য বিষয়ক কাগজ 'প্রতীতি'র আত্মপ্রকাশ শুভ হোক এ প্রত্যাশায়-

মোঃ রেজাউল করিম ঢালী
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
ইসলামপুর, জামালপুর।

শুভেচ্ছা প্রতীতি'কে

ছালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সহ নাম না জানা হাজারো ভাষা শহীদদের বেদীমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি।
চারিদিকে যখন বোমাতঙ্ক, সন্ত্রাস, নির্যাতন ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামপুরের মত প্রতিকূল পরিবেশ থেকে ধূমকেতু সাহিত্য পরিষদ 'প্রতীতি' সাহিত্য বিষয়ক কাগজ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ ধরণের প্রয়াস সত্যিকার অর্থে দেশ তথা সমাজসেবার অংশ বিশেষ। আমি পত্রিকাটির সার্বিক শুভ কামনা করছি।

মোঃ সোহরাব হোসেন
সাধারন সম্পাদক-উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা
ও
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক-ইসলামপুর প্রেসক্লাব
ইসলামপুর, জামালপুর।

তথ্য কণিকা

১। কোন কবিতার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম কারাবরণ করেন ?
২। বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত কবে প্রকাশিত হয় ?
৩। জ্ঞানীদের গুরু বলা হয় কাকে ?
৪। বীজগণিতের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক কে ?
৫। আমেরিকার সনি কম্পিউটার এন্টারটেইনমেন্ট একটি ভিডিও গেমস এ কোন দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিত্রায়িত করেছে ?
৬। কোন সাহিত্যিককে দয়ার সাগর উপাধি দেয়া হয় ?
৭। মুদ্রণের উপযোগি বাংলা অক্ষর প্রথম কে নির্মাণ করেন ?
৮। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন রাজধানী কোনটি ?
৯। কত সালে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয় ?
১০। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে ?

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হতে লটারীর মাধ্যমে প্রথম ৩ জনকে ১০০/- টাকার প্রাইজবন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ২০ মার্চ, ২০০৬। ডাক যোগে উত্তর পাঠাতে হবে।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা ঃ **সম্পাদক, 'প্রতীতি' সাহিত্যপত্র**
ইসলামপুর, জামালপুর-২০২০।

সমালোচনা ঃ ভাস্কর ভাঁজপত্র

যে ঐতিহ্য প্রগতির পথে অন্তরায়, অনুপ্রেরণা দানে অক্ষম তা ত্যাগ করে নবতর ঐতিহ্যের সন্ধান এবং সৃজন সাধনাই হচ্ছে শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিকদের আদর্শ। আবেগ কবিতা নয় কিন্তু কবিতার উদ্ভাবক শক্তি, সেই শক্তির সাথে আবেগের বহিঃপ্রকাশ কেবল তখনই কবিতায় পরিণত হয় যখন তা মন মুগ্ধকর রূপ নেয়।

হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে ভাস্কর চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করেছে। অত্যন্ত সুন্দর ও স্বল্প পরিসরে 'ভাস্কর' ভাঁজপত্র প্রকাশ সত্যিকার অর্থে গর্বের দাবীদার। 'ভাস্কর' ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পুরোটি পড়ে সামান্য দু'একটি বানান এবং মুদ্রণজনিত ত্রুটি ছাড়া আর কোন বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়নি। সম্পাদকীয়, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে এ ভাঁজপত্রকে মহিমান্বিত করেছে। সম্পাদকের বিচক্ষণতা, মেধা মনন ও অভিজ্ঞতা এ পত্রকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। সম্পাদক যে একজন সাহিত্য পিপাসু ব্যক্তি তা 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' পড়লেই বুঝা যায়।

সম্পাদক অরুন ভাস্কর একদিকে সাহিত্যিক-শিক্ষক অপর দিকে সঙ্গীতজ্ঞ।

মরহুম গোলাম হাফিজ বকুলের স্মৃতি বিজড়িত যে লেখা ছাপা হয়েছে তাতে সম্পাদকীয় পরিষদের প্রশংসা না করলেই নয়। এ লেখায় কবি গোলাম হাফিজ বকুলের স্মৃতি বিজড়িত কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। আলোচিত হাফিজ বকুল ছিলেন একজন নিরলস কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। দীর্ঘদিন ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতির আসনে অভিষিক্ত ছিলেন তিনি। কবিতার পান্ডু-লিপি পুড়ে বেলগুটির চা বানানোর স্মৃতি লেখক যে আজও ভুলতে পারেনি তা এ লেখায় স্পষ্ট। স্থানীয় ভাবে মুদ্রিত হলেও এ সংখ্যায় কয়েকজন সাংবাদিক সহ নবীন-প্রবীন সাহিত্যিকদের অংশ গ্রহণে ভাঁজপত্র রূপ লাবন্যে নব যৌবন লাভ করেছে। যমুনার অব্যবহৃতা যে কত হৃদয় বিদারক তা নবীন লেখক জেহাদ-ই-হাসান শিমুলের 'যমুনা নদী' কবিতায় ফুটে উঠেছে।

সংকীর্ণতায়, মণীষীর, পরর্চায়, পরিনত, উর্ধ্বমুখে, জলন্ত, পদার্পন, ভিস্টিষ্ট, ব্যাতীত, আরাদ্ধ, বেদুঈন, নির্ভিক, স্বপ্লিল ইত্যাদি বানান ভুল ও প্রয়োগের সঙ্কট ছাড়া এ সংখ্যায় আর ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। আশা করছি এ বিষয়টি পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদক সাহেব গুরুত্ব দেবেন।

বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শকে আত্মগত অনুভূতির রসে সিক্ত করে

এর পর ২য় পাতায়

শ্রদ্ধা নিবেদন

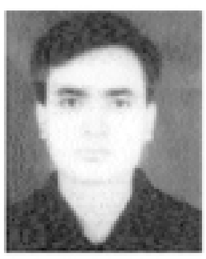

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল হিংসা প্রতিহিংসা বিদ্বেষ ভুলে আমরা সবাই বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখি এই হোক আমাদের আজকের প্রত্যাশা-

মোঃ লিটন মিয়া
এস.আর অফিস
ইসলামপুর, জামালপুর।

অভিনন্দন

প্রতীতি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের যে দুঃসময় যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে 'প্রতীতি' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় আমি এর সংশি-ষ্টদের সকলকে সাধুবাদ সহ উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবু তাহের (তারা মিঞা)
প্রাক্তন সিডিএ
জিলবাংলা চিনিকল লিঃ
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

নিখুঁত ও ঝকঝকে কম্পিউটার কম্পোজ ও ফটোকপির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
হেলাল কম্পিউটার এন্ড ফটোষ্ট্যাট
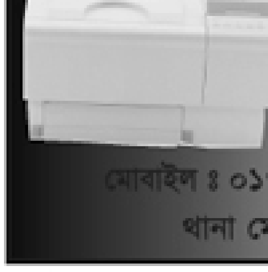
হালখাতা, বিয়ের কার্ড সহ
অফিসিয়াল যাবতীয়
কম্পোজের জন্য আজই
যোগাযোগ করুন।

মোবাইল ঃ ০১৭২-১২৫১৫৭, ০১৭২-৩০৫১৮৩, ০১৭৬-২০৮৭৮২
থানা মোড়, স্টেশন রোড, ইসলামপুর, জামালপুর।

সম্পাদক ঃ সৈকত আহমেদ বিল-াল। সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ধূমকেতু সাহিত্য পরিষদ, ইসলামপুর,জামালপুর থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৯৮২৪-৭৪১৬৫। মোবাইল ঃ ০১৭২-১২৫১৫৭, ০১৭২-৩০৫১৮৩। email-saikot6@cellemail.net